মুখবন্ধ

ছোটোবেলা থেকেই আমি অভিনয়ের প্রতি আগ্রহী। সেই আগ্রহের সূত্র ধরেই একদিন পৌঁছে গেছিলাম প্রখ্যাত নট, নাট্য রচয়িতা তথা নাট্য পরিচালক মনোজ মিত্রের কাছে। সুযোগ হয়েছে তাঁর 'সুন্দরম' সংস্থার সদস্য হবার। তাঁর পরিচালনায় অভিনয় শেখার, মঞ্চে অভিনয় করার মতো বিরল সৌভাগ্যের অংশভাগী আমি। খুব কাছ থেকে দেখছি তাঁকে। ব্যক্তিগত পরিধিতেও অমন বড় মাপের মানুষ সত্যিই কম পাওয়া যায়। তাই যখন বি.বি.এম.কে বিশ্ববিদ্যালয়, ধানবাদে আমি পি.এইচ.ডি করার সুযোগ পেলাম তখন ভাবলাম এই মহান নাট্যকারকে নিয়ে কিছু কাজ যদি করতে পারি তাহলে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারি। সেই অনুযায়ী আমি একটি বিষয় ভেবেছি, সেটি হল — "নিম্নবর্গীয় মানুষ ঃ প্রেক্ষিত মনোজ মিত্রের নাটক" বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি আমাকে ঐ বিষয় নিয়ে গবেষণা করার অনুমতি দেন তবে আমি বাধিত হই। সর্বোপরি আমি এই কাজ করতে চাই বিভাগীয় অধ্যাপক ড. কৌশিক দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে। আমার এই অনুরোধও যদি মঞ্জুর হয় তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

গবেষকের স্বাক্ষর

(গৌতম গায়েন)

তারিখ ঃ

Goutam Gayen

ভূমিকা/ INTRODUCTION

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বাংলা নাট্য-সাহিত্য-প্রাঙ্গণে মনোজ মিত্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাম। শতাধিক নাট্য সৃজনকর্মী মনোজ মিত্রের অধিকাংশ নাটকই মঞ্চ সফল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় — 'সাজানো বাগান', 'চাক ভাঙা মধু', 'গল্প হেকিম সাহেব', 'দর্পণে শরৎশশী', 'যা নেই ভারতে', 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা', 'দেবী সর্পমস্তা' প্রভৃতি। মনোজ মিত্র একাধারে নাটক রচয়িতা, পরিচালক, অভিনেতা। দীর্ঘ ষাট বছরের অধিক সময় ধরে তিনি বাংলা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর সৃজনবিশ্বে নিম্নবর্গীয় মানুষেরা কিভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেননা তিনি বারংবার বলিষ্ঠ স্বরে বলেছেন সমাজের প্রান্তীয় মানুষেরাই তাঁর সৃজন-প্রেরণা। তাঁদের জীবনযুদ্ধই তাঁকে নাটক রচনায় প্রেরণা জোগায়। ''আমি এই মুহূর্তে একটি বিষয়কেই অধিকার দিয়ে লিখতে চাই। সেটা হল দীন মানুষ, দুর্বল মানুষ, অবহেলিত এবং পর্যুদস্ত মানুষ তার হীনতা, তার দুর্বলতা, তার ভয়, দ্বিধা, সংশয় কাটিয়ে মানুষের মতো উঠে দাঁড়াচ্ছে। এদেশের যে-কোনো ঘটনার মধ্যেই আমি এই মানুষকে খুঁজি, মানুষের এই সংগ্রামকেই ধরতে চাই।'' (মুখপত্র 'সোনারপুর স্মৃতি সংসদ, ডিসেম্বর-১৯৮৫) এই বলিষ্ঠ উচ্চারণ তাঁর সৃজন কর্মে কিভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাই হলো আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। সেই অনুসন্ধানের প্রেরণা নিয়েই 'নিম্নবর্গীয় মানুষ ঃ প্রেক্ষিত মনোজ মিত্রের নাটক'-এর অবতারণা।

সমস্যা নিরূপণ/ STATEMENT OF THE PROBLEM ঃ—

'নিম্নবর্গীয় মানুষ ঃ প্রেক্ষিত মনোজ মিত্রের নাটক' বিষয়টিকে বিষদে পরিস্ফুট করতে গিয়ে, তার আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিরূপণ করতে গিয়ে আমরা সমগ্র পরিকল্পনাকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভাজিত করেছি। সেগুলি হল নিম্নরূপ —

(a) মনোজ মিত্র ঃ জীবন ও সাহিত্য

(b) নিম্নবর্গীয় চিন্তাধারা ঃ সম্যক স্বরূপ

(c) নিম্নবর্গীয় মানুষ ঃ মনোজ মিত্রের নাটক

(জাতিভেদ প্রথা ও সেই সূত্রে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী)

(d) সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ঃ মনোজ মিত্রের নাটক

(e) নারীর সামাজিক অবস্থান ঃ মনোজ মিত্রের নাটক

সমস্যা অনুসন্ধান/ PROBLEM TO BE INVESTIGATED ঃ—

আমরা সমগ্র সন্দর্ভে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করব, সেগুলি নিম্নরূপ —

(i) জাতিভেদ প্রথা ও সেই সূত্রে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা মনোজ মিত্রের নাটকে কিভাবে চিত্রিত হয়েছে।

(ii) উক্ত গোষ্ঠীর জীবন-সংগ্রাম মনোজ মিত্রের নাটকে কিভাবে চিত্রিত হয়েছে।

(iii) সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক মনোজ মিত্রের নাটকে কিভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

(iv) নারীর জীবন সংগ্রাম কিভাবে মনোজ মিত্রের নাটকে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

(v) নিম্নবর্গীয় নারীর জীবন সংগ্রাম কোন্ আলাদা বার্তা বহন করে এনেছে মনোজ মিত্রের নাটকে।

গবেষণার লক্ষ্য / OBJECT OF THE RESEARCH ঃ—

'নিম্নবর্গীয় মানুষ ঃ প্রেক্ষিত মনোজ মিত্রের নাটক' শীর্ষক গবেষণায় অমরা মূলত তিনটি বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্যকে নিবদ্ধ করব বিষয়গুলি হল যথাক্রমে — জাতিভেদ প্রথা ও সেই সূত্রে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী কিভাবে মনোজ মিত্রের নাটকে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে মনোজ মিত্রের নাটকে। নাট্যকারের নাটকে কিভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, নারীর সামাজিক অবস্থান; সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নারীর নিরন্তর সংগ্রাম কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে - এই সব বিষয়গুলিকে বিবিধ আঙ্গিকে অবলোকনের চেষ্টা করা হবে সমগ্র গবেষণাকর্মে।

পূর্বানুমান/ HYPOTHESIS ঃ—

বর্তমান সময়ের প্রখ্যাত নাট্যকার মনোজ মিত্র বারংবার তাঁর নাটক রচনার প্রেরণা প্রসঙ্গে বলেছেন — "আমি এই মুহূর্তে একটি বিষয়কেই অধিকার দিয়ে লিখতে চাই। সেটা হল দীন মানুষ, দুর্বল মানুষ, অবহেলিত এবং পর্যুদস্ত মানুষ তার হীনতা, তার দুর্বলতা, তার ভয়, দ্বিধা, সংশয় কাটিয়ে মানুষের মতো উঠে দাঁড়াচ্ছে। এদেশের যে-কোনো ঘটনার মধ্যেই আমি এই মানুষের সংগ্রামকেই ধরতে চাই।" যে নাট্যকার তাঁর নাটক রচনার অনুপ্রেরণা সম্পর্কে এইরকম বলিষ্ঠ উচ্চারণ করেন তাঁর নাটকে নিম্নবর্গীয় মানুষ যে একটা বড় অংশ জুড়ে থাকবে এটি সহজেই অনুমেয়। আমরা মনোজ মিত্রের নাটকে নিম্নবর্গীয় মানুষ এই বৃহত্তর বিষয়কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মুখ্যত তিনটি বিষয়কেই অনুসন্ধান করব; সেগুলি হল — জাতিভেদ প্রথা ও সেই সূত্রে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী; নারী এবং সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক।

গবেষণার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি / RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY ঃ—

'নিম্নবর্গীয় মানুষ ঃ প্রেক্ষিত মনোজ মিত্রের নাটক' শীর্ষক গবেষণা কর্মটিকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে আমরা সমগ্র বিষয়টিকে মূলত পাঁচটি অধ্যায়ে বিভাজিত করে আলোচনা করব, অধ্যায়গুলি নিম্নরূপ—

(a) মনোজ মিত্র ঃ জীবন ও সাহিত্য

(b) নিম্নবর্গীয় চিন্তাধারা ঃ সম্যক স্বরূপ

(c) নিম্নবর্গীয় মানুষ ঃ মনোজ মিত্রের নাটক
(জাতিভেদ প্রথা ও সেই সূত্রে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী)

(d) সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ঃ মনোজ মিত্রের নাটক

(e) নারীর সামাজিক অবস্থান ঃ মনোজ মিত্রের নাটক

এই সামগ্রিক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে প্রথমেই আমরা মনোজ মিত্রের নাটকগুলি নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করব। তারপর নাটকগুলি সম্পর্কে নাট্যকারের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি যেগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। এই পর্বে নাট্যকারের সাক্ষাত নেওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে। তারপর বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই নাটকগুলি সম্পর্কে যে যে মন্তব্য করেছেন তা দেখার চেষ্টা করব। সেক্ষেত্রেও অবলম্বন হবে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা। এই ত্রিবিধ স্তরের মধ্য দিয়ে আলোচনাকে বিন্যস্ত করার পর গড়ে উঠবে আমার স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি। সেই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিগুলি লিপিবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ হবে আমার গবেষণাকর্ম। সমগ্র পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে আমরা তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি (data analysis) গ্রহণ করব।

তথ্যানুসন্ধান ও ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত যন্ত্রানুসঙ্গ / TOOLS TO BE USED IN THE DATA & ANALYSIS ঃ—

সমগ্র গবেষণা তথ্য বিশ্লেষণ (Data analysis) পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত গ্রন্থের সহায়তা নেব। তাছাড়া আবশ্যিক ভাবে সহায়তা গ্রহণ করতে হবে সাময়িক পত্র-পত্রিকার গ্রন্থাগারের। সমগ্র পরিকল্পনায় নাট্যকারের সাক্ষাতকার গ্রহণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর জন্য আমরা প্রশ্নসূচি তৈরি করব। সেই প্রশ্নসূচি অনুসারে নাট্যকারের সাক্ষাতকার গৃহীত হবে। আন্তর্জাল (Internet)-এর সহায়তাও গৃহীত হবে প্রয়োজন অনুসারে। সমগ্র তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পর তা মুদ্রিত হবে অভ্র Softwarer-এর মাধ্যমে।

সম্ভাব্য গবেষণার গুরুত্ব / SIGNIFICANCE OF THE PROPOSED WORK ঃ—

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে 'নিম্নবর্গীয় মানুষ ঃ প্রেক্ষিত মনোজ মিত্রের নাটক' বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। সমগ্র বিশ্বে নিম্নবর্গীয় চিন্তা-চেতনার অনুসন্ধান বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে একটি বহুল চর্চিত বিষয়। সেই সূত্র ধরে আমাদের অত্যন্ত প্রিয়, সর্বজন শ্রদ্ধেয় নাট্যকার মনোজ মিত্রের নাটকে বিষয়টি কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা আমরা অনুসন্ধান করব। একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রশ্ন সাহিত্যের আঙিনায় অনুসন্ধান করা হবে সমগ্র গবেষণাকর্ম জুড়ে। মূলত তিনটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হবে। জাতিভেদ প্রথা ও সেই সূত্রে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর প্রতিফলন মনোজ মিত্রের নাটকে। সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের প্রতিফলন মনোজ মিত্রের নাটকে এবং নারীর সামাজিক অবস্থানের প্রতিফলন মনোজ মিত্রের নাটকে। তিনটি প্রশ্নই আজকের সময়ের প্রেক্ষিতে খুবই প্রাসঙ্গিক।

বর্তমান জ্ঞানভান্ডারের উপযোগিতা/ CONTRIBUTION OF THE EXISTING KNOWLEDGE ঃ—

'নিম্নবর্গীয় মানুষ ঃ প্রেক্ষিত মনোজ মিত্রের নাটক' বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই যে বই আমার সহায়ক হয়ে উঠেছে তা হল মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড)। তাছাড়া মনোজ মিত্রের আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থ 'ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে' (প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড) এবং 'বাংলা নাট্য : হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ (সৃষ্টি প্রকাশন) আমার প্রতিক্ষণের সঙ্গী হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে মনোজ মিত্রের বহু লেখা। সেগুলো সংগ্রহের চেষ্টা করেছি। এছাড়া আরো একটি গ্রন্থ আমার কাজের সহায়ক হয়ে উঠেছে সেটি হল ''সময়ের অমেয় আঁধার মনোজ মিত্র।'' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থটি বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আমি যেহেতু মনোজ মিত্রের নাটকগুলিকে নিম্নবর্গীয় চিন্তা-চেতনার নিরিখে বিশ্লেষণ করতে চাই তাই পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, অনুষ্টুপ প্রকাশিত 'প্রজা ও তন্ত্র' এবং রণজিৎ গুহ সম্পাদিত, Oxford India থেকে প্রকাশিত Subaltern Studies (I) গ্রন্থদুটিও হয়ে উঠেছে আমার আবশ্যিক অবলম্বন।

ভবিষ্যত সম্ভাবনা /FUTURE WORK ঃ—

বর্তমান বাংলা নাট্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মনোজ মিত্র। তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যা শতাধিক। এই নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে বহু বিস্তৃত স্তর। আমি আমার কাজের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছি এমনই একটি স্তর 'নিম্নবর্গীয় মানুষ : প্রেক্ষিত মনোজ মিত্রের নাটক'। এর বাইরে অসংখ্য দৃষ্টিকোণ থেকে মনোজ মিত্রের নাটককে বিশ্লেষণ করা যায়; যেমন - মনোজ মিত্রের নাটকে পুরাণ প্রতিমা, মনোজ মিত্রের নাটকে জীবন সায়াহ্নের ক্লান্ত পথিকেরা মনোজ মিত্রের নাটকে প্রকৃতি ভাবনা ইত্যাদি। এইসব বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে গবেষণার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

প্রথম অধ্যায়
মনোজ মিত্র ঃ জীবন ও সাহিত্য

আধুনিক বাংলা নাটকের অন্যতম পুরোধা নট-নাট্যকার মনোজ মিত্র। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার ধূলিহর গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতামহ অন্নদাচরণ মিত্র, পিতামহী হেমনলিনী দেবী, পিতা অশোক কুমার মিত্র, মা রাধারাণী মিত্র। পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন তিনি। একান্নবর্তী পরিবারে গ্রামের বাড়িতেই কাটে তাঁর শৈশব, বাল্য, আজও সেই স্মৃতি অমলীন। "কপোতাক্ষ নদের এই শীর্ণ শাখা বেতনার তীরে ছিল আমাদের বাড়ি। বিদেশ-বিভুঁয়ে ফেলে আসা সেই গ্রামটির কথা ভাবলে আম-জাম-চালতা-সুপারি-নারকেল ঘেরা একখানা সাজানো বাগান চোখের উপর ভেসে ওঠে। বাগানের মাথায় শরতের ঝকঝকে নীলাকাশ।" (১) ১৯৪৭-এর ১৫ আগষ্ট আমরা লাভ করলাম দ্বিখন্ডিত স্বাধীনতা। মনোজ মিত্রের তখন নয় বছর বয়স। আরো তিন বছর তাঁর পরিবার ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। তারপর ১৯৫০-এ কলকাতায়।

কলকাতায় এসে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের লেখাপড়া। স্কটিশচার্চ কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি দর্শন শাস্ত্রে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্রজীবন থেকেই সৃজনশীল সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর আগ্রহ। প্রাথমিকভাবে গল্প লেখার মাধ্যমে সাহিত্যিক জীবনের সূচনা। পরবর্তীকালে ১৯৫৯-এ নাটক লেখায় হাতেখড়ি। সূচনা করলেন একাঙ্ক নাটক দিয়ে 'মৃত্যুর চোখে জল।' এই নাটকটি একটি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। নাট্যকার হিসাবে এখান থেকেই তাঁর জয়যাত্রা শুরু। ১৯৬১-তে রানিগঞ্জ ত্রিবেণী দেবী ভালোটিয়া কলেজে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে চাকরি জীবনের সূত্রপাত। ১৯৬৪ পর্যন্ত রানিগঞ্জে কাটিয়ে কলকাতা ফিরে এলেন তিনি, ব্রহ্মানন্দ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের মধ্য দিয়ে। তারপর যোগদান করেন নিউ আলিপুর কলেজে। এখানে দীর্ঘ দিন অধ্যাপনার পর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা বিভাগে যোগদানের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় নতুন অভিযাত্রা। ঐ বিভাগের 'শিশিরকুমার ভাদুড়ি' অধ্যাপক পদ থেকে চাকরি জীবনের অবসর গ্রহণ করেন।

কলেজে ছাত্রাবস্থায় পার্থপ্রতীম চৌধুরি সমমনস্ক কিছু বন্ধুদের নিয়ে ১৯৫৭-তে গড়ে তোলেন 'সুন্দরম' নাট্যগোষ্ঠী। মনোজ মিত্র এই দলে যোগদান করেন। সমসাময়িক সময় পর্বে শ্যামল ঘোষ প্রতিষ্ঠিত 'গন্ধর্ব' নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ১৯৬১-তে চাকরির সুবাদে রানিগঞ্জ চলে যাবার ফলে এই নাট্যগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কিছুটা ক্ষীণ হয়ে যায়। ১৯৬৪-তে রানিগঞ্জ থেকে কলকাতা ফিরে তিনি 'ঋতায়ন' নামক একটি নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। এই গোষ্ঠীটিও দীর্ঘজীবী হয় নি। এরই

মধ্যে ১৯৭৫-এ 'সুন্দরম' গোষ্ঠীও বন্ধ হয়ে যায়। ওই বছরই মনোজ বাবু সমমনস্ক কিছু মানুষের সহায়তায় সুন্দরম গোষ্ঠীকে নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসেন। সেই সময় পর্ব থেকে অদ্যবধি তিনি আর 'সুন্দরম' অভিন্ন হৃদয়।

২০১৯ পর্যন্ত তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যা শতাধিক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — 'মৃত্যুর চোখে জল' (১৯৫৯), 'পাখি' (১৯৬০), 'অশ্বত্থামা' ১৯৬৩), 'নেকড়ে' (১৯৬৮), 'চাকভাঙা মধু' (১৯৬৯), 'কেনারাম বেচারাম' (১৯৭০), 'পরবাস' (১৯৭০), 'নরক গুলজার' (১৯৭৪), 'সাজানো বাগান' (১৯৭৬), 'মেষ ও রাক্ষস' (১৯৭৯), 'তেঁতুলগাছ' (১৯৭৯), 'রাজদর্শন' (১৯৮১), 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' (১৯৮৮), 'কিনু কাহারের থেটার' (১৯৮৮), 'পুঁটি রামায়ণ' (১৯৮৯), 'দর্পণে শরৎশশী' (১৯৯১), 'গল্প হেকিম সাহেব' (১৯৯২), 'আত্মগোপন' (১৯৯৪), 'দেবী সর্পমস্তা' (১৯৯৫), 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' (২০০১), 'যা নেই ভারতে' (২০০৫), 'ভেলায় ভাসে সীতা' (২০০৮), 'আশ্চৌর্য ফান্টুসি' (২০১০) প্রভৃতি। (২) এছাড়া স্মৃতিকথাধর্মী রচনা 'ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে', 'বাংলা নাট্যঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ', 'গল্পনা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত বহু নাটক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

বিভিন্ন নাটকে তাঁর সাবলীল অভিনয় দর্শকদের পরম প্রাপ্তি। তা সে 'সাজানো বাগান' নাটকের বৃদ্ধ বাঞ্ছারাম হোক কিংবা 'গল্প হেকিম সাহেব'-এর ওয়ালি খাঁ। শুধুমাত্র মঞ্চ নয় চলচ্চিত্রেও তিনি সমান সাবলীল। সত্যজিত রায়, তপন সিংহের মতো বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকারের সঙ্গেও কাজ করার অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ তিনি। তাঁর অভিনীত চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — 'ঘরে বাইরে', 'বাঞ্ছারামের বাগান', 'শত্রু', 'আদালত ও একটি মেয়ে' প্রভৃতি। এমনকি দূরদর্শনে তাঁর অভিনীত 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' ধারাবাহিকের হাজারি ঠাকুর আজও দর্শক শ্রোতার মনের সুবর্ণ সম্পদ।

১৯৮৫-তে জাতীয় স্তরে তিনি তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ লাভ করেছেন সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে লাভ করেছেন অসংখ্য পুরস্কার। ২০১১তে বাংলাদেশ থিয়েটার দল প্রদত্ত মুনির চৌধুরি স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তিনি।

আজও সৃষ্টিশীল তাঁর কলম। একের পর এক নাটক রচনায় ব্যাপৃত তিনি। পাশাপাশি অভিনয়েও ক্লান্তিহীন। তাঁর নতুন চরিত্রের নিপুণ বয়নে আজও বাংলার নাট্যমঞ্চ আমোদিত।

পাশাপাশি চলচ্চিত্র অভিনয়েও সমান সাবলীল তিনি। বয়স নিছকই এক সংখ্যা তাঁর কাছে। তাঁর দীর্ঘ নিরোগ এবং সৃষ্টিশীল জীবনের অভিলাষী আপামর নাট্যপ্রিয় বাঙালি জনতা।

তথ্যসূত্র ঃ

১। মনোজ মিত্র, অমর মিত্র; ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, বর্তমান সংস্করণ - ২০০১, পৃষ্ঠা -১৭।

২। দ্রষ্টব্য, সময়ের অমেয় আঁধারে মনোজ মিত্র, সম্পাদনা মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, বর্তমান সংস্করণ - ২০১৯, পৃষ্ঠা - ১২৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিম্নবর্গীয় চিন্তাধারা ঃ সম্যক স্বরূপ

উনিশশো আশির দশক থেকে 'নিম্নবর্গীয় চিন্তাধারা' ভারতীয় ইতিহাসচর্চার একটা মুখ্য স্থান অধিকার করে নিয়েছে। 'নিম্নবর্গ' শব্দটি এসেছে ইংরেজি **'Subaltern'** থেকে। রঞ্জিত গুহ **Subaltern**-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'নিম্নবর্গ' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী।(১) **Subaltern** শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হয় সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে। ক্যাপ্টেনের অধস্তন অফিসারদের বলা হয় 'সাবলটার্ন'। সাধারণ অর্থে ইংরাজিতে এর সমার্থক শব্দ হল 'সাবঅর্ডিনেট'। এই শব্দটির প্রথম প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক গ্রামসি (১৮৯১ - ১৯৩৭)-র বিখ্যাত 'কারগারের নোটবই'-তে। গ্রামসি ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত বন্দী ছিলেন মুসোলিনির কারাগারে। মার্কসবাদের সমর্থক হওয়ার অপরাধে তাঁর এই কারাবাস।(২) 'কারাগারের নোটবই' রচনা করতে গিয়ে সেন্সরের শ্যেন দৃষ্টি এড়ানোর জন্য তিনি বহু মার্কসীয় পরিভাষা বর্জন করে ব্যবহার করেন অন্য সব শব্দ; যেমন — 'মার্কসবাদ' শব্দটি কোথাও তিনি ব্যবহার করেননি, বলেছেন 'প্রাক্সিসের দর্শন'। ঠিক এইভাবেই 'প্রলেটারিয়েট'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে 'সাবলটার্ন' শব্দটি।(৩) 'সাবলটার্ন' শব্দটির মূল নিহিত আছে ইতালীয় সুবলতর্নো শব্দটির মধ্যে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় 'সাবলটার্ন' শ্রেণি হল শ্রমিক শ্রেণি। সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ ধরনের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণি শোষিত হয়। এই বিন্যাসে 'সাবলটার্ন' শ্রমিক শ্রেণির বিপরীত মেরুতে অবস্থিত 'হেগেমনকি' শ্রেণি অর্থাৎ পুঁজিমালিক, বুর্জোয়াসি।(৪) কিন্তু আরও সাধারণ অর্থে গ্রামসির কথায় ব্যবহৃত হয়েছে 'সাবলটার্ন' শব্দটি। স্পষ্টতই সেখানে 'সাবলটার্ন শব্দটি। 'সাবলটার্ন'-এর অর্থ শুধুমাত্র শিল্পশ্রমিক নয়, বরং যে কোনও শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ক্ষমতা বিন্যাসের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উঠেছে সেখানে। সেই বিন্যাসকে গ্রামসি দেখেছেন একটি সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার মধ্যে, যার এক মেরুতে অবস্থিত প্রভুত্বের অধিকারী 'ডমিন্যান্ট' শ্রেণি, অপর মেরুতে যারা অধীন সেই 'সাবলটার্ন' শ্রেণি।(৫)

'সাবলটার্ন স্টাডিজ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। প্রথম সাবলটার্ন স্টাডিজ সম্মেলন হয় ১৯৮৩-তে। তারপর এই কয়েক বছরে অনেকগুলি 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ডেভিড হার্ডিম্যান, রঞ্জিত গুহ, শাহিদ আমিন প্রমুখ ব্যক্তিরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের সাপেক্ষে সাবলটার্ন —

বিষয়টিকে নতুন ভাবে স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁদের আলোচনার সূত্র ধরে আমরা তিনটি বিষয়কে আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে চাই ——

(১) নিম্নবর্গীয় মানুষজন

(জাতিভেদ প্রথা ও সেই সূত্রে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী)

(২) সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক

(৩) নারীর সামাজিক অবস্থান

তথ্যসূত্র ঃ

১। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রজা ও তন্ত্র, অনুষ্টুপ, কলকাতা, বর্তমান সংস্করণ -২০০৫, পৃষ্ঠা -৪৬।

২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৩।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৫।

৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৩।

৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৪।

৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৪।

তৃতীয় অধ্যায়
নিম্নবর্গীয় মানুষ: প্রেক্ষিত মনোজ মিত্রের নাটক

মনোজ মিত্রের বেশিরভাগ নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলির সামাজিক স্থানাঙ্ক অতি সাধারণ। তিনি নিজেই বলেছেন– ''আমার বেশিরভাগ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্ররা কৃতী পুরুষ নয়, সমাজের গণ্যমান্য কেউকেটা নয়। অতি তুচ্ছ মানুষ, অসহায় নির্বান্ধব, নির্জন, পরিবার বা সমাজ কেউ তাদের তোয়াক্কা করে না। মানুষ তাদের চায় না, তবু তারা মানুষের গললগ্ন হয়ে থাকতে চায়।''১

নাট্যকারের সচেতন এই ভাবনা সহজেই বুঝতে সাহায্য করে তিনি কাদেরকে তাঁর নাটকে তুলে ধরতে চাইছেন। তাঁর প্রথম দিকের 'চাকভাঙা মধু' নাটকে দারিদ্র্য ভরা যে মানুষগুলির জীবন উঠে এলো তারাই সমাজের একেবারে প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় মানুষ। এমনকি তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় 'সাজানো বাগানে' নাটকের বাঞ্ছারাম সমাজের একেবারে প্রান্তিক মানুষদেরই একজন। সাধারণ কুঁড়ে ঘরে থাকা পঁচানব্বই বছরের বাঞ্ছার দৈহিক বর্ণনায় নাট্যকার বলেন –

''বাঞ্ছারাম অশক্ত মুমূর্ষু। উঠেও দাঁড়াতে পারে না। চলাফেরার সময় মাটিতে বসে বসে ঘষে ঘষেই চলাফেরা করতে হয় তাকে''২ – এ হেন বাঞ্ছারই জীবনাশক্তির পরিচয় যেমন পাওয়া গেল, তেমনই জোতদারদের প্রকৃত লোলুপ স্বরূপও উঠে এল নাটকে। যে লোলুপতা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত। অন্যদিকে গুপী ও পদ্মর আচরণ নিম্নবিত্ত মানুষের মতোই। তবে তাদের প্রজন্মের মধ্যেই বাঞ্ছার মনোবাঞ্ছা সার্থকতা পেয়েছে। যে মানুষকে খুঁজেছেন যে মানুষের সংগ্রামকে ধরতে চেয়েছেন তারাই বাঞ্ছারামের সঙ্গে একাকার।

শ্রী মনোজ মিত্রের এই বিশিষ্ট নাট্য চেতনা সম্পর্কে অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর নাট্যকারের প্রথম লগ্নের সময় কালকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করেছেন –

''পূর্ণাঙ্গ নাটকে মনোজ মিত্র নাট্যকার হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন গণনাট্যের বক্তব্য নিয়ে। মার্কসবাদী চেতনায় গোটা পশ্চিমবঙ্গ দীপ্ত। বিজন ভট্টাচার্য 'নবান্ন' –এর দু'দশক পরে লিখেছেন 'দেবীগর্জন'। এই একই ভাবনায় ঋদ্ধ আর এক নাট্যকার। তিনি উৎপল দত্ত। তিনি তাঁর নাট্যকর্মের মধ্যে রাজনীতির ভাষাকে সজোরে পুরে হাজির করেছিলেন। ১৯৬৭ নাগাদ থার্ড থিয়েটারের তত্ত্ব নির্মাণ করে বাদল সরকার এগিয়ে এলেন অন্যরকম নাট্যের সংরচনে। কিমিতিবাদ তাঁর নাটকে নতুন

পালক জুড়ল। এই আঙ্গিকের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলেন মনোজের সমকালীন আর এক নাট্যকার, তিনি মোহিত চট্টোপাধ্যায়। এই চারজন নাট্যকারই গ্রুপ থিয়েটারকে নানাভাবে পুষ্ট করেছেন। কিন্তু তাদের দঙ্গলে নাম না লিখিয়েও মনোজ তাঁর নিজস্ব নির্মাণে এক্কেবারেই আলাদা হয়ে গেছেন।"৩

অধ্যাপক নস্কর আরও বলেছেন – "'সাজানো বাগানে'-এ প্রান্তিক কৃষকের ওপর সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ জমিদারের শাসন শোষনের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হলেও আগের নাটকের মতো প্রচারের স্পট মাধ্যমে পরিণত হয়নি।"৪

আসলে শ্রী মিত্রের নাটক কোনো 'ইজিমের' তাগিদে তৈরি হয় নি। রিয়েলেস্টিক বিশ্বের যথাযথ রূপকার শ্রী মিত্র প্রান্তিক, নিম্নবর্গীয় মানুষকে তাদের মতো উপস্থাপিত করেছে। নিম্নবিত্তের বেদনা, লড়াই, যন্ত্রণার পাশাপাশি মধ্যবিত্ত সুলভ বা উচ্চবিত্ত সুলভ বাঁচার আকাঙ্ক্ষাও তিনি যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা অনবদ্য।

ন'-কড়ির বাপ প্রেতাত্মা ছ'কড়ির ভাষায় 'মুখ্য চাষাটা' বাঞ্ছাকে যখন তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যায় বাঞ্ছার 'সাজগোজ' বদলে গেছে –

'গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, কাঁধে শাল, হাতে দামি ছড়ি, পায়ে জুতো' ৫

নিম্নবিত্ত আসলে কি ভাবে বাঁচতে চায় এ যেন তারই টুকরো ছবি। বাঞ্ছা কিস্তির টাকা দিতে গিয়ে যা বলে তাও শোষিত বঞ্চিত অত্যাচারিতের চিরকালের আকাঙ্ক্ষার কথা।

'হে - হে কী অনাচার। চেরটাকাল আপুনারাই মোদের দরজায় তাগাদায় গেছেন – লোকে দিয়েছে – আজ আপনারা দেবেন – আমরা নেবো।'৭

শেষ পর্যন্ত এই কথাগুলো যেন নিম্ন বর্গের মানুষদের ম্যানিফেস্টো। যেখানে শোষিত অত্যাচারিতের পরাজয় হয় না। অলীক অসম্ভব হয়ে নিম্নবিত্তের সামনে নতুন আলোক সঞ্চারিত হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

১. মনোজ মিত্র, বাংলা নাট্যঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০১, পৃ-১৬।

২. ঐ, সাজানো বাগান (স-অ-আধারে পৃ - ৪৮)

৩. সনৎকুমার নস্কর, মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. সময়ের অমেয় আধারে মনোজ মিত্র, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১ম প্রকাশ ২০১৯, পৃ-৭১

৪. ঐ, পৃ-৭১

৫. জগন্নাথ ঘোষ, ঐ, পৃ-৫৪

৬. ঐ, পৃ-৮৭

৭. মনোজ মিত্র, সাজানো বাগান, কলাভৃৎ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫২।

চতুর্থ অধ্যায়

সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক : প্রেক্ষিত মনোজ মিত্রের নাটক

নাট্যকার মনোজ মিত্রের নাটকে ধর্ম যে একটি প্রধান বিষয় হয়ে উপস্থিত হয়েছে এমনটা নয়। সুপ্রাচীনকাল থেকেই

জাতিভেদ প্রথা আমাদের সমাজে একটি সংলগ্ন বিষয়। আর্যরা গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে সমাজকে ভাগ করলেও ক্রমশঃ এই বিভাজন বংশানুক্রমিক ভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'প্রজা ও তন্ত্র' গ্রন্থে এই বিষয় সম্পর্কে বলেছেন – "... যে বিষয়টি নিয়ে সাম্প্রতিক 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'– এ উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছে তা হল জাতিভেদ প্রথা। বিশেষ করে মন্ডল কমিশন বিরোধী আন্দোলনের পর এই নিয়ে তুমুল হট্টগোল হয়ে গেছে।"[১]

প্রাচীনকাল থেকেই কৌম ভিত্তিক বাংলার সমাজে হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি ভিন্ন ধর্মের মানুষও বসবাস করেছে। বর্ণ হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থায় এই সকল বিধর্মী মানুষজন সর্বদাই যে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করেছে এমন নয়। তার ওপরে কোনো মানুষ যদি অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ হয় সে ক্ষেত্রে অবস্থা আরও গুরুতর।

মনোজ মিত্র রচিত নাটকগুলিতে হিন্দু ধর্মের প্রান্তিক মানুষের বেদনার ইতিবৃত্ত যেমন ফুটে উঠেছে তেমনই বেশ কিছু নাটকে হিন্দু ধর্মের বাইরের বেশ কিছু মানুষের জীবন-জীবিকা ও জীবন সংগ্রামের বিবিধ প্রসঙ্গ নাট্যরূপ লাভ করেছে। মনোজ মিত্র রচিত 'গল্প হেকিম সাহেব' এমনই একটি বিশিষ্ট নাটক। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'গল্প হেকিম সাহেব'।

ঐতিহাসিক আইন'কে সামনে রেখে এই নাটক রচিত হলেও এই নাটকের কেন্দ্রে রয়েছেন একজন হেকিম। যিনি একজন মুসলিম। যে হেকিম আর্ত মানুষকে ওষুধ দেন, জাতির ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের চিকিৎসা করতে ভালবাসে। অথচ বিবদমান দুই তালুকদারের পাল্লায় পড়ে তার অসহায় অবস্থা। মুসলমান তালুকদার ওয়ালি খাঁ যেমন তাকে উচ্ছেদ করেছে, তেমনই হিন্দু তালুকদার পশুপতি পোদ্দারও তার প্রতি সুবিচার করেনি। মানুষকে ভালবেসে সে চিকিৎসা করে, জাত ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে সে মানুষকে সুস্থ করতে চায়। সে গবেষণার জন্য সামান্য গোলাপের পাপড়ি থেকে বঞ্চিত হয়। নাটকে একজন ফকিরের উপস্থিতিও গুরুত্বপূর্ণ। নাটকটির বিষয় ও লক্ষ্য অনন্য হলেও প্রান্তিক অবস্থানে একজন মুসলিম হেকিমের অবস্থা সামন্তবাদী অবস্থার সামনে কতটা অসহায় তা ফুটে উঠেছে এই নাটকে। ওয়ালি খাঁ যখন দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে হেকিমের পিঠে জুতো চালায়

তখন ধর্মভীরু মৌলবি হাত চেপে ধরে বলে – 'জুতা মারবেন না মনিব, পীর পয়গম্বরের গায়ে কেউ জুতা মারে না'।[২]

হেকিমের মানুষের জন্য সমর্পিত জীবনে এইটুকুই প্রাপ্তি। সার্বিকভাবে প্রান্তিক অবস্থানে অবস্থান করেও সে সাধারণ আর্ত মানুষের কাছে পীর পয়গম্বরের সমান হয়ে উঠেছিল। ধর্মীয় দিক থেকে প্রান্তিক অবস্থানে থাকা মানুষের এ হেন নৈতিক উত্তরণ মনোজ মিত্রের নাটকগুলিতে ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেছে।

তথ্যসূত্র

১. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রশ্ন ও তন্ত্র, অনুষ্টুপ, ১ম সং - ২০০৪, বর্তমান সং- ২০০৪, পৃ-৬০

২. রাজ কুমার মন্ডল, মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সময়ের অমেয় আঁধারে মনোজ মিত্র, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১ম প্রকাশ ২০১৯, পৃ-১৮৭

পঞ্চম অধ্যায়
নারীর সমাজিক অবস্থান ঃ
মনোজ মিত্রের নাটক

আমাদের গবেষণাসন্দর্ভের এই অধ্যায়টিতে আমরা আলোচনা করব নাট্যকার মনোজ মিত্রের সৃষ্ট নিম্নবর্গের নারী চরিত্রগুলির মূল্যবোধ, সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা নিজেদের অসম্মানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী গর্জন। মনোজ মিত্রের নাটক স্মরণীয় চরিত্রের মিছিল, যেন 'গ্যালারি অব পোট্রেটস'। নাটকগুলিতে যেন জগৎ ও জীবনকে দেখবার ক্ষেত্রে নাট্যকারের তৃতীয় নয়ন উন্মোচিত হয়েছে। চরিত্র সৃজনের ক্ষেত্রেও নাট্যকার সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন।

আমাদের আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা যে কয়টি নারী চরিত্র নিয়ে বিশ্লেষণ করব তার মধ্যে প্রথম চরিত্রটি হল 'বাদামী'। 'চাকা ভাঙ্গা মধু' নাটকের ওঝার মেয়ে 'বাদামী'। ওঝার যে চিরন্তন মানবিক গুণ, আজন্মের সংস্কার তার থেকে সে সরে আসবে না। উঠোনে সাপে-কাটা শরীর এলে তা সে যত বড় শত্রুই হোক না কেন, তার বিষ নামাতেই হবে। এতো সর্প-দেবী মনসার কাছে তার দায়। কিন্তু জটা আর মাতলা ওই পাষণ্ড জমিদার অঘোর ঘোষের বিষ নামাতে চায় না। কিন্তু আমরা দেখেছি গর্ভবতী বাদামী মানবিক মূল্যবোধে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে; তার কথায় — "তোমার হাতের মুঠোয় তার পেরাণ। পেরাণ তারে দ্যাও না!"(১) কোনো ওঝার উঠোনে এমন হবার কথা নয়। বাদামী সে-কথা বিশ্বাস করে, তাই দুশ্চরিত্র জমিদারের প্রাণ বাঁচাতে চায়। অথচ সেই বাদামীই নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য প্রাণ বাঁচানোর পরেও নারী মাংসলোভী কুলাঙ্গার অঘোর ঘোষকে বুকে সড়কি বিঁধে মেরে ফেলেছে। বাদামী একদিকে যেমন মানবিক গুণ সম্পন্ন, অন্যদিকে তেমনিই প্রতিরোধে অনমনীয়। সত্তরের দশকে এই নাটক সম্ভবত বাদামীর জন্যেই এতটা জনপ্রিয় হয়েছিল।

দ্বিতীয় যে নারীটি আমাদের আলোচ্য সেটি হল 'গল্প হেকিম সাহেব' নাটকের গঙ্গামণি। দরিয়াগঞ্জ তালুকে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক স্তর থেকে আসা তিনজন মানুষের একজন গঙ্গামণি। ইষ্টিকুটুম হেকিমের ওষুধ তৈরি করা, তার দেখাশোনা করাই গঙ্গামণির কাজ। হেকিমকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করে সে। ওষুধ তৈরির গাফিলতিতে হেকিমের কাছে ধমকও খায়। স্বামী তার ঠ্যাঙাড়ে ডাকাত — কিন্তু তার স্বার্থপরতা গঙ্গামণিকে গ্রাস করেনি। দরিয়াগঞ্জ আর পলাশপুরের দুই তালুকদারের কাছে যখন প্রতারিত হয়ে মার খেয়ে ভাঙাচোরা শরীর ও মন নিয়ে ফিরে আসে হেকিম, ওয়ালি খাঁর কুষ্ঠরোগ সারাতে না পারার অক্ষমতায় নিজের ভিটের ওপর শুয়ে পড়ে চির জনমের মতো তখন ছায়েম

গঙ্গামণিকে এনে দেয় সেই পুথিখানি যাতে আছে কুষ্ঠরোগের ওষুধ। গঙ্গামণি হেকিমের মানবদরদী মূল্যবোধকে স্পর্শ করতে পেরেছিল — তার উত্তরসূরীদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিল আলোক বর্তিকা। মনোজ মিত্র সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি শুধু যে শ্রেণী সংগ্রামে নিজেদের প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তা নয়, তারা মানবিক বোধ ও উত্তরণকেও মর্যাদা দিয়েছে।

'নেকড়ে' নাটকে মনোজ মিত্র এক নিপীড়িত, শোষিত, অত্যাচারিত নারীর প্রতিহিংসা ও প্রতিবাদ তুলে ধরেছেন নীহারির মাধ্যমে। স্বর্ণদ্বীপের সমস্ত জমি জিরেত হস্তগত করে একছত্র অধিপতি এখন কংসারি। আর জমির প্রকৃত মালিকেরা ভূমিহীন। নীহারি একসময় ভালোবেসেছিল কংসারিকে। সেই ভালোবাসার অভিজ্ঞান স্বরূপ নীহারি সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। এই সম্ভাবনার কথা কংসারি জানতে পেরে নীহারির গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করতে চায়। কিন্তু কোনোভাবেই তার সেই প্রয়াস বাস্তবায়িত হয় না। অবশেষে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হলে কংসারির লোকজন শিশুটিকে গভীর জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসে। নীহারি হয়ে ওঠে প্রতিহিংসাপরায়ণ। সে রটিয়ে দেয় তার সন্তানকে নেকড়ে তুলে নিয়ে গেছে, তবে তারা তাকে হত্যা করে নি বরং প্রতিপালন করেছে। একটা সময় সে ফিরে আসবে তার অধিকার বুঝে নিতে। হঠাৎ দেখা গেল কংসারির পোষা হিংস্র কুকুর দুটিকে কেউ হত্যা করেছে। তুলে নিয়ে গেছে কংসারির বিশ্বাসভাজন গোঁসাইকে। ক্রমশ নেকড়ের ভীতি সমগ্র নাট্য পরিবেশের উপর জাঁকিয়ে বসেছে। কংসারি, শশাঙ্ক তাদের দলবল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। কে বা কারা ঐ নেকড়ে। সমস্তরকম অনৈতিকতার শাস্তি দিতে এসেছে হাড় জিরজিরে চাষাগুলো। মার খেয়ে হজম করার দিন তাদের শেষ হয়ে গেছে। নীহারির কন্ঠে তাই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সুর — "শয়তানের সঙ্গে লড়তে গেলে জন্তু-জানোয়ার হওয়া ছাড়া পথ নেই।"(২) এই নাটকে নীহারির উত্তরণ এক প্রতিবাদী প্রতিস্পর্ধী নারী।

আমাদের আলোচনার পরিসরে চতুর্থ নারী চরিত্রটি হল 'যা নেই ভারতে' নাটকের পাতকিনী। রাজপ্রাসাদের উচ্ছিষ্ট, অবাঞ্ছিত জঞ্জাল মাংসপিন্ডগুলিকে লোকচক্ষুর আড়ালে জঙ্গলে লালন করে পাতকিনী। তার কুশ্রীতা, হিংস্রতা সব কিছু অতিক্রম করে এক নারীকে নির্মাণ করেছেন নাটককার, যার সব সত্তা অতিক্রান্ত হয়ে বড় হয়ে উঠেছে মাতৃসত্তা। মূল মহাভারতে এই চরিত্র নেই। নাট্যকার আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে

সৃজন করেছেন এই চরিত্রটি। যা আমাদের চেতনার বোধিমূলে প্রজ্জ্বলিত করে নব দীপবর্তিকা।

মনোজ মিত্রের সৃজনে এই যে নিম্নবর্গীয় নারী চরিত্রগুলি, যারা জেগে ওঠার গল্প শোনায় — মানবদরদী মূল্যবোধকে সম্মান জানায় তারা চিরায়ত হয়ে থাকবে। এমনই এক নিম্নবর্গীয় নারী চরিত্র হল বিন্দি। 'ছোট ছোট বাড়ি' নাটকে বস্তির মেয়ে বিন্দি কেমন করে এক ফ্ল্যাট মালিকের আশ্রয় হয়ে উঠেছে, তারই গল্প শোনান নাটককার। মধ্যবয়সী অসহায় কনকচাঁপার একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে প্রমোটারেরা তাকে অসম্মান, অপমানিত করে বাড়িটা নিজের নামে লিখিয়ে নিতে চায়। বিন্দি অসহায় বিপর্যস্ত কনকচাঁপার হাতে বেলচা তুলে দিয়ে বাড়ি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। বেলচার আঘাতে ধরাশায়ী করে প্রমোটার মৃদুলকে বাড়ির বাইরে বের করে দেয়। বিন্দির বলে বলীয়ান হয়ে কনকচাঁপা মৃদুলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিন্দি হয়ে ওঠে মানবিকতাবোধ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জীবন্ত প্রতীক।

এমনই সংগ্রামী নারী চরিত্র মনোজ মিত্রের নাট্যপ্রাঙ্গণে বারংবার ভাস্বর হয়ে ওঠে। মনে পড়ে যায় 'সাজানো বাগান' নাটকের পদ্ম কিংবা 'দর্পণে শরৎশশী' নাটকের মনোরমার কথা। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় এক হিসাবে সকল নারীই নিম্নবর্গীয়। নারীর যে কোনো শ্রেণিগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত পরিচয় নেই, এটা সত্য নয়। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অধীনতা যেমন বিশ্লেষণের বিষয়, তেমনি অন্যান্য ক্ষমতার সম্পর্ক, যেমন — শ্রেণি, জাতি, সম্প্রদায় ইত্যাদি কী ভাবে সেই নিম্নবর্গীয় নারীর নির্মাণটিকে আরও জটিল করে তোলে তাও গবেষণার বিষয়। মনোজ মিত্রের নাটকের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আমরা এই প্রশ্নগুলোই খোঁজার চেষ্টা করব।

তথ্যসূত্র ঃ—

১। চাকভাঙা মধু, মনোজ মিত্র, কলাভৃৎ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৯।

২। নেকড়ে, মনোজ মিত্র, কলাভৃৎ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৫২।

উপসংহার

‘সোনারপুর স্মৃতি সংসদ’-এর মুখপত্রে নিজের নাটকের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নাট্যকার মনোজ মিত্র বলেছিলেন — “আমি এই মুহূর্তে একটি বিষয়কেই অধিকার দিয়ে লিখতে চাই। সেটা হল দীন মানুষ, দুর্বল মানুষ, অবহেলিত এবং পর্যুদস্ত মানুষ তার হীনতা, তার দুর্বলতা, তার ভয়, দ্বিধা, সংশয় কাটিয়ে মানুষের মতো উঠে দাঁড়াচ্ছে। এদেশের যে কোন ঘটনার মধ্যেই আমি এই মানুষকে খুঁজি, মানুষের সংগ্রামকেই ধরতে চাই।” মনোজ মিত্রের অধিকাংশ নাটকেই ধ্রুবপদের মতো বিষয়টি অনুরণিত হয়ে চলেছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং জাতি-প্রথার বিচারের নিরীখে পিছিয়ে পরা মানুষরা বারংবার মনোজ মিত্রের নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠে। ‘সাজানো বাগান’ নাটকের বাঞ্ছারাম কাপালি হোক কিংবা ‘চাক ভাঙা মধু’র জটা মাতলা নাটকের মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সাধারণ মানুষকে তারা ক্রমমুক্তির বার্তা শোনায়। সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের জটিলতা সেইভাবে মনোজ মিত্রের নাটকে স্থান লাভ করেনি। দুই-একটি স্থানে সামান্য ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে বিষয়টি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সেখানে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব পেয়েছে মনুষ্যত্বের অভিব্যঞ্জনা। মনোজ মিত্রের নাটকে নারী চরিত্রগুলি অধিকাংশ সময়ই এক বৃহত্তর ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কখনো তারা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মূর্তিমতী বিগ্রহ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, আবার কখনো তারা মানবিকতা তথা সহনশীলতার প্রতিমূর্তি। আবার কখনো বা মাতৃত্ব ও প্রণয়িনীর জীবন্ত মূর্তি। সব মিলিয়ে বিবিধ ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত হয়ে উদ্ভাসিত মনোজ মিত্রের নাটকের নারীরা। নিম্নবর্গীয় চিন্তাধারার বিভিন্ন স্তর এইভাবে মনোজ মিত্রের নাটকে প্রকাশ পেয়েছে।

গ্রন্থসূচি ঃ—

(ক) আকর গ্রন্থসূচি

(খ) সহায়ক গ্রন্থসূচি

(গ) সহায়ক পত্র পত্রিকা

আকর গ্রন্থসূচি

১. মনোজ মিত্র — নাটক সমগ্র ১ম খণ্ড, ১ম প্রকাশ, মাঘ-১৪০০, মিত্র ও ঘোষ।

২. মনোজ মিত্র — নাটক সমগ্র ২য় খণ্ড, ১ম প্রকাশ, মাঘ-১৪০০, মিত্র ও ঘোষ।

৩. মনোজ মিত্র — নাটক সমগ্র ৩য় খণ্ড, ১ম প্রকাশ, মাঘ-১৪০০, মিত্র ও ঘোষ।

৪. মনোজ মিত্র — নাটক সমগ্র ৪র্থ খণ্ড, ১ম প্রকাশ, মাঘ-১৪০০, মিত্র ও ঘোষ।

৫. মনোজ মিত্র — নাটক সমগ্র ৫ম খণ্ড, ১ম প্রকাশ, মাঘ-১৪০০, মিত্র ও ঘোষ।

৬. মনোজ মিত্র — নাটক সমগ্র ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম প্রকাশ, মাঘ-১৪০০, মিত্র ও ঘোষ।

সহায়ক গ্রন্থসূচি

১. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, সাহিত্যলোক, সংশোধিত ও পরিবর্তিত ৮ম সংস্করণ, জুন ১৯৯৯।

২. দর্শন চৌধুরী, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপনী, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৫।

৩. ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ, সাহিত্যলোক, ১ম প্রকাশ, বইমেলা, ১৯৯১, মাঘ, ১৩৯৭।

৪. ডঃ দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, নাট্যতত্ত্ব বিচার, ১ম, করুণা সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা ২০০৩।

৫. ডঃ দীপক চন্দ্র, বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা, ১ম, দে'জ সংস্করণ, ১৫ জানুয়ারি, ১৯৯৪।

৬. সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রেশট ও তাঁর থিয়েটার, ১ম প্রতিভাস প্রকাশ, ২৫ জানুয়ারি, ১৯৮৯।

৭. ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, নাটকের কথা, সাহিত্য লোক, ৩য় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬।

৮. ডঃ শক্তিপদ ঘোষ, বাংলা নাটকের ভদ্রেতর চরিত্র, সাহিত্যলোক, ১ম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৪০৬।

৯. পবিত্র সরকার — নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ (অখণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, মার্চ ২০০৮।

১০. পবিত্র সরকার, নাটকের সন্ধানে, প্রতিভাস, এপ্রিল ২০০৮।

১১. বাংলা নাট্যের ৫০ বছর, সম্পাদনা প্রভাতকুমার দাস, সুন্দরম, মার্চ ২০০৮।

১২. জগন্নাথ বসু, প্রসঙ্গ বেতার নাটক, অনন্য প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩।

১৩. মনোজ মিত্র, অমর মিত্র, ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন, ১ম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি, ২০০১।

১৪ মনোজ মিত্র, বাঞ্ছারাম ঃ থিয়েটার সিনেমায়, মিত্র ও ঘোষ, ১ম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৬, পুস্তকমেলা ২০০০।

১৫. মনোজ মিত্র, বাংলা নাটক ঃ হারান প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, সৃষ্টি প্রকাশনা, ১ম প্রকাশ, বইমেলা ২০০১।

১৬. নৃপেন্দ্র সাহা, সম্পাদক, মনোজ মিত্রের সাজানো বাগান, এক বিশ্বজনীন নাটক, কোডেক্স, মার্চ ২০১১।

১৭. মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা), সময়ের অমেয় আঁধারে মনোজ মিত্র, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর,২০১৯।

১৮. ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা, বাংলা নাটকের টেকনিক, পুস্তক বিপনী, ১ম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭।

সহায়ক পত্র পত্রিকা

১. কোরক (বাংলা নাটক ও নাট্য মঞ্চ সংখ্যা), শারদ ১৪২০।

২. সায়ক নাট্যপত্র (সাক্ষাৎকার সংখ্যা), ২০১৪।

৩. নন্দন, ৪ঠা মার্চ,২০১৫ সংখ্যা।

৪. দেশ, ২রা জুলাই,২০১৫ সংখ্যা।

৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ই জানুয়ারি,২০১৫।

৬. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ই জুলাই,২০১৫।

৭. গণশক্তি, ১৪ই জানুয়ারি, ২০১৫।

৮. আজকাল পত্রিকা, ২রা মার্চ ১৯৯৪।

৯. সোনারপুর স্মৃতি সংসদ, ১৯৮৫।